সূচিপত্র

❖ ভূমিকা ৭
❖ অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বক্তব্য ৯
❖ ইসলাম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে ১১
❖ পিতার চাইতে মাতা তিন গুন বেশী ভালবাসা ও সাহচর্য পাবে ১৫
❖ ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু সমতা মানে সর্বোতভাবে একরূপ নয় ১৫
❖ বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ যাকাত প্রদান করলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হবে ১৮
❖ কুরআন প্রতিবেশীকে ভালোবাসার ও সাহায্য করার উপদেশ দেয় ১৮
❖ কুরআন সকল মন্দ কাজের মূলোৎপাটনের গুরুত্ব দেয় ১৯
❖ ইসলাম সমাজের বিভিন্ন মন্দ কাজের মূল নেশাকে নিষিদ্ধ করেছে ২০
❖ কুরআন পরচর্চাকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার শামিল মনে করে ২০
❖ সালাত স্বয়ং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রতীক ২১
❖ হজ্জ হল বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ২২
❖ সাধারণ মিলের বিষয়ে ঐকমত্য বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে সংবর্ধিত করে ২৪
❖ হিন্দু ধর্মে স্রষ্টার ধারণা ২৫
❖ হিন্দু ধর্মগ্রন্থও স্রষ্টার একত্ববাদের প্রমাণ দেয় ২৫
❖ ইহূদী ধর্মে স্রষ্টার ধারণা ২৭
❖ খ্রীষ্ট ধর্মে স্রষ্টার ধারণা ২৮
❖ যীশু খ্রীষ্ট (আ) কখনো দেবত্ব দাবী করেননি ২৮
❖ ইসলামে স্রষ্টার ধারণা ৩১
❖ রক্ত সম্পর্কের চেয়ে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব অনেক ঊর্ধ্বে ৩৪
❖ প্রশ্ন-উত্তর পর্ব ৩৯
❖ 'কাফির' শব্দ বিষয়ে ভুল ধারণা ৩৯
❖ মুসলিমরা 'কাবা'র পূজা করে না; এটি কেবল কিবলা (প্রার্থনার দিক নির্দেশক) ৪০
❖ ভৌগোলিকভাবে প্রত্যেক ভারতীয় হিন্দু, বিশ্বাসে নয় ৫৬
❖ উপসংহার ৮০

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব

ইসলাম বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে

ডা. জাকির : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার)। শ্রদ্ধেয় এডভোকেট Hegde, এডভোকেট Hingorane, আমার শ্রদ্ধাভাজন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি ইসলামী সম্ভাষণ রীতি অনুযায়ী আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ (আপনাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, দয়া ও কল্যাণ বর্ষিত হোক)। আজকের এই শুভ সকালের আলোচনার বিষয় হল "বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব"। ভ্রাতৃত্ব বহু ধরনের রয়েছে। যেমন– রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব, আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব, এ ছাড়া বর্ণ, বংশ কিংবা গোত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি। কিন্তু এসব ধরনের ভ্রাতৃত্ব হল সংক্ষিপ্ত ভ্রাতৃত্ব। ইসলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। ইহা (ইসলাম) বিশ্বাস করে না যে, মানবকুলকে বিভিন্ন বর্ণ বা বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে। এবং (এক্ষেত্রে) আমি আমার এই আলোচনা মহিমান্বিত কুরআনের ৪৯ নং সূরার একটি আয়াত উল্লেখ করে শুরু করছি। যাতে "বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব" এর ইসলামী প্রত্যয় সর্বোত্তমভাবে বিবৃত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে–

يَآاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۔

অর্থাৎ "হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার (যার তাকওয়া আছে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন।" (সূরা হুজুরাত : আয়াত-১৩)

মহিমান্বিত কুরআনের এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'হে মানুষেরা, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি।'– অর্থাৎ সমগ্র মানব বংশ এক জোড়া মানবকুল– সবার পূর্ব পিতা এক এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন যে, তিনি মানব গোষ্ঠীকে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিতে বিভাজিত

করেছেন, যাতে তারা একে অপরকে চিনতে পারে। এ জন্য নয় যে, তারা পরস্পরকে অবজ্ঞা, ঘৃণা করবে এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর দৃষ্টিতে, এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি 'লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র, গাত্রবর্ণ কিংবা সম্পত্তির উপর নির্ভর করে না বরং নির্ভর করে 'তাকওয়া'-এর উপর। অর্থাৎ স্রষ্টার অনুভূতি, ধার্মিকতা, তথা ন্যায়নিষ্ঠতা। কোন ব্যক্তি– যে ন্যায়নিষ্ঠ, যে বেশ ধার্মিক, যে স্রষ্টার অনুভূতিসম্পন্ন– সে আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) দৃষ্টিতে মর্যাদাবান এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সর্ববিষয়ে অবগত।

অতপর মহাগ্রন্থ কুরআন ৩০ নং সূরায় বলছে,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ -

'তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (সূরা রূম ঃ আয়াত-২২)

মহিমান্বিত কুরআন বলছে যে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বিভিন্ন ধরনের ভাষা ও বিভিন্ন রং সৃষ্টি করেছেন। কালো, সাদা, বাদামী, হলুদ–বিভিন্ন বর্ণের মানুষ– সবই তাঁর নিদর্শন। ভাষা ও বর্ণের এই যে বৈচিত্র্য–তা তাদের পারস্পরিক ঘৃণা সৃষ্টির জন্য নয়। কেননা পৃথিবীতে আপনি যত ভাষা দেখছেন সবই সুন্দরতম ভাষা। যদি তা আপনার কাছে নতুন হয়, বা সেই ভাষা আপনি পূর্বে কখনো না শুনে থাকেন, তবে তা অদ্ভুত ও কৌতুককর শোনাবে। কিন্তু যে সব লোক এ ভাষায় কথা বলছে তার কাছে তা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ভাষা। সে জন্য আল্লাহ বলেন, 'তিনি বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা একে অপরকে বুঝে ও চিনে নিতে পারো।

আল কুরআন ১৭নং সূরা বলছে, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ - অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।' (সূরা বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭০)

আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি যে, তিনি কেবল আরব বা আমেরিকান কিংবা অন্য কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা গোষ্ঠীকে সম্মানিত করেছেন; বরং মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ আদমের সকল সন্তানকে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, গাত্রবর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে

সম্মানিত করেছেন। আর আরও অনেক বিশ্বাস আছে, ধর্ম আছে যারা বিশ্বাস করে যে, মানবকুল একটি একক জোড়া থেকে উৎসারিত– তা হল আদম ও ইভ (হাওয়া)- তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কিন্তু এমন আরও বিশ্বাস আছে যারা বলে যে, এটা (মানব সৃষ্টি) একজন নারী–ইভ (তার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকুন) এর পাপের কারণে হয়েছে। অর্থাৎ মানবকুলের জন্ম হয়েছে পাপের মধ্যে এবং তারা এই অপবাদ ও দোষ কেবল নারী তথা ইভের উপর আরোপ করে যে, তার কারণেই মানুষ এই ধরাধামে পতিত হয়েছে। বস্তুত: মহিমান্বিত কুরআন আদম ও ইভের (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ঘটনা বিভিন্ন স্থানে বিবৃত করেছেন। কিন্তু সকল স্থানে এই বিষয়ের দোষ আদম ও ইভ (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) উভয়ের উপর সমানভাবে বর্তানো হয়েছে।

আর আপনি যদি সূরা আ'রাফ, আয়াত নং-১৯-২৭ অধ্যয়ন করেন সেখানে বলা হয়েছে, 'আদম ও ইভ (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক), তাদেরকে অসংখ্য বার এভাবে ডাকা হয়েছে,' আর কুরআন বলছে যে, তারা উভয়ে আল্লাহকে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অমান্য করেছে... 'আল্লাহ পরাক্রমশালী– তারা উভয়ে অনুতপ্ত এবং তাদের উভয়কেই ক্ষমা করা হয়েছে।'

তারা উভয়ে একত্রে ভুলের জন্য অভিযুক্ত। মহিমান্বিত কুরআনে এমন একটি একক আয়াতও নেই যেখানে কেবল এককভাবে এ জন্য ইভকে (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) দোষারোপ করা হয়েছে। বরং পবিত্র কুরআনে একটি আয়াত এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ অর্থাৎ, 'আদম (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করলো।' (২০-সূরা ত্বাহা : আয়াত-১২১)

কিন্তু আপনি যদি কুরআন পড়েন, পাবেন যে, তাদের উভয়কেই আল্লাহকে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অমান্য করার জন্য দোষারোপ করা হয়েছে, তারা উভয়েই অনুতপ্ত হয়েছে এবং তাদের উভয়কেই ক্ষমা করা হয়েছে।

আর কিছু লোকের বিশ্বাস এমন যে, তারা বলেন, 'যেহেতু ইভ আল্লাহকে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) অমান্য করেছে, সেহেতু তিনিই মানব জাতির পাপের জন্য দায়ী।' – ইসলাম এ বিশ্বাসের সাথে একমত নয়। তারা এও বলে যে, 'আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, নারীর এ জন্য গর্ভ ধারণের যন্ত্রণা ভোগ করবে।' –অর্থাৎ কিছু লোকের ধারণা মতে গর্ভধারণ হল এক জাতীয় অভিশাপ-এ কথার সাথে ইসলাম মোটেও একমত পোষণ করে না।